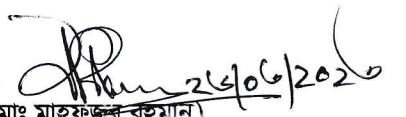


২৩ মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ০২.০০ ঘটিকায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল, বাপাউবো, ময়মনসিংহ মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁর দপ্তর কক্ষে সকল কর্মচারীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত নৈতিকতা কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী :

২৩ মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ০২.০০ ঘটিকায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল, বাপাউবো, ময়মনসিংহ মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁর দপ্তর কক্ষে নৈতিকতা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নৈতিকতা কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন (পরিশিষ্ট-ক)।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নৈতিকতা কমিটির সভাপতি, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল, বাপাউবো, ময়মনসিংহ মহোদয়ের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারকপত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় সমূহ উল্লেখপূর্বক ময়মনসিংহ পওর সার্কেল, বাপাউবো, ময়মনসিংহ এর উপ-পরিচালক ও নৈতিকতা কমিটির সদস্য-সচিব জনাব সজল কুমার ধরকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন। জনাব সজল কুমার ধর উপ-পরিচালক, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল, বাপাউবো, ময়মনসিংহ তার বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন যে, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব রয়েছে। দপ্তরের সকল কার্যক্রম একটি টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে সকল কর্মচারীর সমন্বয়ে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। তাই সকলেরই সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করা বাঞ্ছনীয়। স্ব-স্ব অবস্থান থেকে অর্পিত স্ব-স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে স্বচ্ছতার সহিত পালন করা সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব। তাহলেই টেকসই উন্নয়নের অগ্রগতি বজায় থাকবে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। দেশ ভাল থাকলে আমরা সকলেই ভাল থাকব। এ বিষয়ে ময়মনসিংহ পওর সার্কেল, বাপাউবো, ময়মনসিংহের সহকারী প্রকৌশলী ও নৈতিকতা কমিটির সদস্য জনাব এস, এম আবিদ হোসেন, জনাব সজল কুমার ধর, উপ-পরিচালক মহোদয়ের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন। সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নৈতিকতা কমিটির সভাপতি, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের সার্বিক দিকের উপর আলোকপাত করেন এবং শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার উপর জোর দেন। তাছাড়া দপ্তরে কর্মরত সকল কর্মচারীকে শুদ্ধাচার চর্চা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন। শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে। শুদ্ধাচার চর্চার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয় :-

- ১। সার্কেল দপ্তরে গঠিত নৈতিকতা কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে শুদ্ধাচার চর্চা করতে হবে এবং শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।
  - ২। নৈতিকতা কমিটির মাধ্যমে শুদ্ধাচার চর্চার ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।
  - ৩। সপ্তাহে একদিন দপ্তর প্রধান কর্তৃক স্বাস্থ্য বিধি মানার ব্যাপারে অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে সভা করা/আলোচনা করতে হবে।
  - ৪। দপ্তর প্রধান তার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত হাজিরা নিশ্চিত করবেন।
  - ৫। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবা গ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ করতে হবে।
  - ৬। "আমি ও আমার অফিস দুর্নীতি মুক্ত" ঘোষণা দপ্তরের সামনে টানিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
  - ৭। সরাসরি দপ্তর প্রধানের সাথে সেবা প্রার্থীদের আক্ষেপের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিষয়বস্তুর উপর আর কোন আলোচনা না থাকায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
(মোঃ মাহফিজুর রহমান)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

(পরিচিতি নং-৬৬০৬০১০০৪)

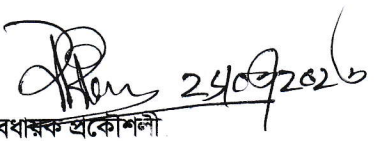
(মোবাইল নং- ০১৭১২-০৫৭৪৯৫)

স্মারক নং-এম-১/ ২২৪৮(৫)

তারিখঃ ২৬/৬/২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদিষ্টমতে প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (বোর্ড), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। সিঙ্গেল মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/পরিকল্পনা/পূর্ব রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫। দপ্তর কপি।

  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

(পরিচিতি নং-৬৬০৬০১০০৪)

(মোবাইল নং- ০১৭১২-০৫৭৪৯৫)